দৈনিক ইত্তেফাক

74

তারিখ 22 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 6

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

১২

এম ও গনির ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ ওসমান গনি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ১টা ৪০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন)। মৃত্যুর চার মাস পূর্বে

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এম ও গনির ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

তাঁহার ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পড়ে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। তিনি স্ত্রী, চার পুত্র, পাঁচ কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ও বহু গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন।

গতকাল বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদে অনুষ্ঠিত নামাজে জানাজায় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, বিজ্ঞানীসহ তাঁহার সাবেক সহকর্মিগণ, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষিগণ অংশগ্রহণ করেন। বনানী গোরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়।

ডঃ মুহাম্মদ ওসমান গনি ১৯১২ সালের ১লা মার্চ তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে রসায়ন শাস্ত্রে এমএসসি ও ১৯৩৮ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃষি রসায়ন শাস্ত্রে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৩৯-৪০ সালে তিনি অবিভক্ত বঙ্গের কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক পদে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৪০-৪৪ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি রসায়ন-শাস্ত্র বিভাগে লেকচারার (ক্লাস-১) হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৪৪-৪৫ সালে যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন (কৃষি) বিভাগের সচিব, ১৯৪৫-৪৯ সালে (অবিভক্ত বাংলা ও পূর্ব পাকিস্তান) কৃষি রসায়নবিদ, ১৯৪৯-১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, ১৯৫৬-১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়ন কমিশনার, ১৯৫৯-৬০ সালে খাদ্য ও কৃষি কমিশনের পূর্ণকালীন সদস্য, ১৯৬০-৬১ সালে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের উত্তর আঞ্চলিক গবেষণাগারের পরিচালক, ১৯৬১-৬৩ সালে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৬৩-১৯৭০ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, ১৯৭০-৭১ সালে তাঞ্জানিয়ায় ও জাম্বিয়ায় পাকিস্তানের হাইকমিশনার এবং মালাগাছি প্রজাতন্ত্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পদে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি উদ্ভিদ ও পশুপুষ্টি, মৃত্তিকা, সার ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণায় ব্যাপক ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি জাতীয় সংসদে স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি বর্তমান সরকারের জাতীয় দুর্যোগ প্রতিরোধ পরিষদেরও সদস্য ছিলেন।

কুলখানি

আগামী সোমবার বাদ আসর মরহুমের বাসভবনে (৮০, ইন্দিরা রোড, শেরে বাংলা নগর) কুলখানি অনুষ্ঠিত হইবে।